৭০

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় সহস্রাধিক গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

শিক্ষা প্রসারের নামে এদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে বিদেশী বেনিয়া এনজিওদের স্কুলে বিজাতীয় অপশিক্ষা চালু

মুরশাদ সুবহানী ঃ উত্তরাঞ্চলের ১১ হাজার ৮শ' গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় এই জনপদের প্রায় ১০ লাখ শিশু প্রাথমিক সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন বা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকার ফলে জনপদের শিশু সুশিক্ষা পাচ্ছে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই অভাবের পুরোপুরি সুযোগ নিচ্ছে এদেশে বিদেশী বেনিয়াদের প্রতিভূ এনপিওগুলো। এরা বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের নামে দেশের প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলাম বহির্ভূত কার্যক্রম চালাচ্ছে। খুব সুকৌশলে এনজিও বিদ্যালয় থেকে শিশুমনে একটি বিশেষ রাজনৈতিক ধারণা বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। এলাকার অনেকে বলেছেন, এনজিওগুলো এভাবে ক্রমেই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজনীতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনছে। বিস্তর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, এনজিও থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকজন তাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে আসা শিশুদের ইসলাম ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে যে শিক্ষা দিচ্ছে তা কোনক্রমেই ইসলামী শিক্ষা বলা যায় না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এইসব ব্যক্তিরা শিশুদের বলছেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরব সমাজের একজন সংস্কারক। এরা ভুল করেও শিশুদের বলে না রাসূল (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল এবং বিশ্বজাহানের নেতা। তিনি আরব সমাজের সংস্কারক নন, তিনি বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহপাকের রহমতস্বরূপ। দরিদ্র পিতামাতাদের এনজিওগুলো এই শর্তে স্বল্প ঋণ দিচ্ছে, শিশুদের এনজিও বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে। দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের অনেকেই এই শর্ত মেনে নিচ্ছে। কিন্তু তারা জানতেও পারে না, তাদের শিশু বিশেষ বিজাতীয় শিক্ষা পাচ্ছে। যেসব অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে সরকার নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপনের কার্যকরী পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রেই নিচ্ছে না। দেশের প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামের মধ্য থেকে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও শিক্ষা দপ্তরের নানা জটিলতায় পড়ে শেষ পর্যন্ত এই মহতি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। অনেকে অভিযোগ করেছেন, শিক্ষা বিভাগের অনেক উচ্চপদস্থ আমলার আচার-আচরণ দেখে মনে হয় না তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। তাদের হাবভাব দেখে অনেক সময় মনে হয় এরা একটি বিশেষ মহলের প্রতিনিধিত্ব করছে। এছাড়াও একটি বিদ্যালয় বেসরকারী পর্যায়ে স্থাপন করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে মঞ্জুরী-অনুমোদন ইত্যাদি করাতে দিনের পর দিন ঘুরতে হয়। এছাড়া ফাইল সচল করতে 'ওপেন সিক্রেট" ঘুষতো রয়েছে। নানাবিধ জটিলতার কারণে শিক্ষা সম্প্রসারণের স্থলে উত্তর জনপদে শিক্ষা সংকোচন হচ্ছে। আর এই সুযোগ নিয়ে এনজিও নামক বেনিয়া সংস্থাগুলো নানাভাবে ফায়দা লুটছে আর সে সাথে নিজেদের হাতে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষার নামে বিজাতীয় এক ধরনের অপশিক্ষা চাপিয়ে দিচ্ছে। সরকারী পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে আঞ্চলিক একটি বার্তা সংস্থা 'পিপ' দৈনিক ইনকিলাবের এই প্রতিবেদককে জানান, উত্তরাঞ্চলের সিরাজগঞ্জ জেলার ৯টি থানার ২ হাজার ৫শ' ৪৫টি গ্রামের মধ্যে ৮শ' ১১টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। নাটোর জেলার ৬টি থানার ১ হাজার ৪শ' গ্রামের মধ্যে ৮শ', ৭৫টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। পাবনার ৯টি থানার ১ হাজার ৫শ' ৪৯টি গ্রামের মধ্যে ৬শ'টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। লালমনিরহাট জেলার ৫টি থানার ৪শ' ৫৯টি গ্রামের মধ্যে ৭৩টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এমনিভাবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, রংপুর, দিনাজপুর অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ১১ হাজার ৮শ' গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এসব অঞ্চলে সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকলেও অনেক স্থানে এনজিও বিদ্যালয় রয়েছে। বিদেশী বেনিয়া এনজিও সংস্থাগুলো উত্তর জনপদের শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়ে একটি বিশেষ বিজাতীয় অপশিক্ষায় বাংলাদেশের শিশু শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলছে। অভিজ্ঞ মহলের অনেকেই বলছেন, এনজিও বিদ্যালয় হয় নিষিদ্ধ কিংবা তাদের বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য বর্তমান সরকারের কড়া এবং বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া দরকার।